গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

নথি নং: অম/অসবি/জারাবো/জনসংযোগ-২০১৫/৪ **তারিখঃ ০৭/১২/২০১৫খ্রি:**

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিবাদ

আজ ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ''দুই শতাধিক কোটি টাকার বকেয়া রাজস্ব আদায় বন্ধ- সুপ্রিমকোর্টের রায় লংঘন : এনবিআর চেয়ারম্যানের বেআইনি সিদ্ধান্ত'' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বক্তব্য নিম্নরূপ:

- এই সংবাদ প্রতিবেদনটিসহ একই পত্রিকায় সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনাম ক্ষুন্ন করে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত 'দুষ্টের দমন – শিষ্টের লালন' নীতির অংশ হিসেবে যুগান্তর এর মালিকানাধীন বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শত শত কোটি টাকার রাজস্ব জালিয়াতির ঘটনা তদন্তে বেরিয়ে আসার প্রেক্ষিতে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে এ ধরণের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে।

- এ ধরণের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদন প্রকাশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সামগ্রিক রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়ায় ধূম্রজাল সৃষ্টি করে এর কার্যক্রমকে ব্যাহত করা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে সাংবাদিকতার মানদন্ড বজায় রাখার নিমিত্তে "যুগান্তর" এ ধরণের অপপ্রয়াস থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।

- এই প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন পর্যায়ের কোন কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ করা হয়নি। এ ধরণের একতরফা প্রতিবেদন শুধুমাত্রই হলুদ সাংবাদিকতার পরিচায়ক।

- প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সঠিক তথ্য নির্ভর নয়। প্রকৃত তথ্য এই যে, বৈদ্যুতিক খুঁটি উৎপাদনকারীগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক খুঁটি' দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া সংক্রান্ত বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের অবকাঠামো খাতের উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একত্রে জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বিগত ২০ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত পত্র মারফত জানা যায়, বৈদ্যুতিক খুঁটি উৎপাদনকারীগণ একদিকে মামলা পরিচালনা করছে অপরদিকে মালামাল সরবরাহ স্থগিত রেখেছে। আবার কোন কোন সরবরাহকারী ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের বিল হতে মূসক বিভাগ কর্তৃক দাবীকৃত অর্থ কেটে নেয়া হতে পারে বিবেচনায় বিল দাখিল করছে না। ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থ ফেরৎ যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনসহ দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

- মূলত: বৈদ্যুতিক খুঁটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য অর্থাৎ বৈদ্যুতিক খুঁটি এর উৎপাদন কার্যক্রমের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর বিদ্যমান এবং এ বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের রায়ও অনুরূপ। কিন্তু খুঁটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বড় অংশ তাদের কার্যক্রম শুরুর সময় থেকেই ১৫% হারে ভ্যাট পরিশোধ না করে ৪.৫% ও ৭.৫% হারে ভ্যাট পরিশোধ করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মূল কাঁচামালের উপর পরিশোধিত ভ্যাট রেয়াত গ্রহণের সুযোগ না থাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০২/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ০৪/০৬/২০১৪খ্রি: এর মাধ্যমে উক্ত পণ্যের বিপরীতে ৬৬.৬৭% কে ভিত্তিমূল্য ধরে তার উপর ১৫% অর্থাৎ নীট ১০% মূসক নির্ধারণ করা হয় – যা বর্তমানেও বহাল আছে। যে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সাধারণ আদেশটি ২০১৪ সালে জারি করা হয়েছে তা ইতোপূর্বেকার সময়ের ক্ষেত্রেও বিবেচনা করা যায় কী না, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপযোগী অনুকল্প তৈরীর লক্ষ্যে মূলত সে সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই/পর্যালোচনার উদ্যোগ উল্লিখিত বহুপাক্ষিক সভায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা এ খাতে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনসহ একইসাথে সরকারি বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার স্বার্থেই।

- ''দুই শতাধিক কোটি টাকার বকেয়া রাজস্ব আদায় বন্ধ- সুপ্রিমকোর্টের রায় লংঘন : এনবিআর চেয়ারম্যানের বেআইনি সিদ্ধান্ত'' সম্পর্কিত যুগান্তরের বিভ্রান্তিমূলক উক্ত সংবাদ পরিবেশনায় প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে ভুল ও অসত্য তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হেয় করার অপচেষ্টা করা হয়েছে যা হলুদ সাংবাদিকতার পরিচায়ক। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ একটি বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যোগদান করার পর থেকে 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা' নীতি অনুসরণপূর্বক দুর্নীতি, হয়রানিমুক্ত কর-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব এবং জনকল্যাণমূখী একটি 'পূর্ণাঙ্গ রাজস্ব বোর্ড' তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সকল প্রকার হয়রানি, দুর্নীতি ও অসদাচারণের বিষয়ে ''জিরো টলারেন্স'' নীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিশেষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে রিপোর্টটি করানো হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রায়শই: বিভিন্ন ধরণের উদ্দেশ্যমূলক এবং ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এ ধরণের দায়িত্বহীন কর্মকান্ড হতে বিরত থেকে জাতীয় রাজস্ব আহরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্যে যুগান্তর পত্রিকার প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুরোধ জ্ঞাপন করছে।

উল্লিখিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই প্রতিবাদপত্র একই গুরুত্ব সহকারে আপনার পত্রিকায় প্রথম পাতায় ছাপানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

(সৈয়দ এ, মু' মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,
বার্তা সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড)
বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।